আলমডাঙ্গায় আওয়ামীলীগের ৬ নেতাকর্মী গ্রেফতার

আলমডাঙ্গা উপজেলার খাদেমপুর ইউনিয়ন বিএনপির পদযাত্রায় হামলার মামলায় ইউনিয়ন আওয়ামীলীগ ও অঙ্গসংগঠনের ৬ নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গতকাল বৃহস্পতিবার (২৮ নভেম্বর) সকাল থেকে আজ শুক্রবার (২৯ নভেম্বর) ভোর পর্যন্ত উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেপ্তাররা হলেন-কুমারি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক (৫৫), জামজামি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক রইচ উদ্দীন মোল্লা (৬০), বেলগাছি ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক (৪০), বেলগাছি ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন (৪২), বাড়াদি ইউনিয়ন যুবলীগের যুগ্ন-সাধারণ সম্পাদক জিয়াউল হক (৪২) ও চিৎলা ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আলমঙ্গীর হোসেন (৪০)।

আলমডাঙ্গা থানার ওসি মাসুদুর রহমান বলেন, ২০২৩ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি বিএনপির কেন্দ্রীয় ঘোষিত ইউনিয়ন বিএনপির পদযাত্রার কর্মসুচি থাকায় মহাসিন আলীসহ ৩০/৪০ জন বিএনপি নেতাকর্মীদের পদযাত্রায় অংশ গ্রহণের জন্য যাচ্ছিলেন। ওই দিন তারা খাদিমপুর ইউনিয়নের পাঁচকমলাপুর গ্রামের হায়দার মোড়ে পৌঁছালে আওয়ামীলীগের উশৃংখল নেতা-কর্মীরা দেশীয় অস্ত্র নিয়ে পরিকল্পিতভাবে বিএনপি নেতাকর্মীদের উপর হামলা, মারপিট ও ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায়। এছাড়া ৫ টি মোটরসাইকেল কেড়ে নেওয়া হয়।

ওসি আরও জানান, ওই ঘটনায় উপজেলার লক্ষীপুর গ্রামের আবুল হোসেনের ছেলে মহাসীন আলী বাদী হয়ে ৯ নভেম্বর রাতে ৪২ জনের নাম উল্লেখসহ আরও ৫০/৬০ জন অজ্ঞাত ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। ওই মামলায় তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়।

আলমডাঙ্গায় ট্রাক, ট্যাংকার ও কাভার্ট ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতির পদত্যাগ

আলমডাঙ্গায় ট্রাক, ট্যাংকার ও কাভার্ট ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের ৯৫৭ এর সভাপতি আইনাল হক পদত্যাগ করেছে। আজ সোমবার (২৫ নভেম্বর) বিকেলে আইনাল হকের সাক্ষরিত পদত্যাগ পত্র মেহেরপুর প্রতিদিনের নিকট দিয়েছেন।

ইতিপূর্বে তিনি চুয়াডাঙ্গা জেলা ট্রাক, ট্যাংকার ও কাভার্ট ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্বপালন করেছিলেন।

পদত্যাগপত্রে তিনি উল্লেখ করেছে, তিনি দীর্ঘদিন ৯৫৭ নং ট্রাক, ট্যাংকার ও কাভার্ট ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি হিসেবে দায়িত্বপালন করে আসছিলেন। তিনি ওই কমিটির অন্যত্র নেতাকর্মীদের সাথে ঐক্যমতে অমিল হবার কারণে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করছেন বলে জানান আইনাল হক। তিনি ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তেই পদত্যাগ করেছেন।

আলমডাঙ্গায় মোটর সাইকেলসহ সবুজকে পুড়িয়ে হত্যা মামলার সকল আসামীকে গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবীতে বিক্ষোভ ও মানব বন্ধন

আলমডাঙ্গায় মোটর সাইকেলসহ সবুজকে পুড়িয়ে হত্যা মামলার আসামীদের বিচারের দাবীতে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মানব বন্ধন কর্সসুচী পালন করা

হয়েছে। গতকাল শনিবার বিকেলে বাদেমাজু গ্রামবাসী থানার সামনের সড়কে এ বিক্ষোভ ও মানব বন্ধন কর্সসুচীর আয়োজন করেন।

মাবন বন্ধন ও বিক্ষোভকারীরা হত্যার ঘটনা সঠিক তদন্তের মাধ্যমে আসামীদের গ্রেফতার ও ফাঁসির দাবী জানান। তারা জানান, পুলিশ ৩ জন আসামীকে আটক করে প্রেস ব্রিফিং করলেও হত্যায় জড়িত সকল আসামীকে এখনও গ্রেফতার করতে পারেনি। অবিলম্বে ঘটনায় জড়িত সকল আসামীকে গ্রেফতার করে বিচারের আওতায় আনতে হবে।

ঘণ্টাব্যাপী মানববন্ধনে নিহত তুষার আহম্মেদ সবুজের মা তসুরা বেগম, বাবা জয়নাল আবেদিন ও মামা নাহারুল ইসলাম বক্তৃতা করেন। এলাকার তিন শতাধিক নারী-পুরুষ মানববন্ধনে অংশ গ্রহণ করেন।

মানববন্ধনে নিহত তুষার আহম্মেদ সবুজের মা তসুরা বেগম বলেন, গত মঙ্গলবার বিকেলে অজ্ঞাত একটি মোবাইলে তাঁর ছেলেকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়। রাত ৯ পর্যন্ত তাঁর ছেলে সবুজের সাথে যোগাযোগ হলেও পরে মোবাইল ফোন বন্ধ থাকে। সেদিন রাতে বাড়ি না ফেরায় নিকটতম আত্নীয় ও বন্ধুদের বাড়িতে খোঁজাখুঁজি করা হয়। পরেরদিন বুধবার সকালে ফরিদপুর গজারিয়া মাঠে আগুনে পোড়া লাশ পাওয়া যায়।

কান্নাজড়িত কন্ঠে তিনি বলেন, আমার সোনাকে যারা মেরেছে তাদের বিচার চাই, সবুজ হত্যার বিচার চাই, খুনি সাগরের বিচার চাই। যারা এখনো ধরা পড়েনি তাদের দ্রুত আটক করে শাস্তির দাবি করেন। এসময় তসুরা খাতুন ছেলে হারানোর শোকে বারবার মোর্চা যাচ্ছিলেন।

নিহত তুষার আহম্মেদ সবুজের পিতা জয়নাল আবেদীন বলেন, আমি একজন দরিদ্র কৃষক। আমার একমাত্র ছেলেকে যারা নির্মমভাবে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেছে তাদের সকলকে দ্রুত আইনের আওতায় এনে ফাঁসির দাবী জানাচ্ছি।

প্রসঙ্গত, আলমডাঙ্গা উপজেলার ফরিদপুর গজারিয়া মাঠ নামক নির্জন মেহগনি বাগান থেকে বুধবার (১৩ নভেম্বর) সকালে পুলিশ মোটর সাইকেলসহ তুষার আহম্মেদ সবুজ (২১)’র পোড়ানো মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

নিহত সবুজ উপজেলার বাদেমাজু গ্রামের গরু ব্যবসায়ী জয়নাল আবেদীনের ছেলে। তিনি পুরাতন মোটরসাইকেল ক্রয়-বিক্রয় ব্যবসা করতেন।

গ্রামসূত্রে জানা যায়, ১২ নভেম্বর সন্ধ্যায় সবুজ বাড়ি থেকে বের

হয়েছিলেন জনৈক এক যুবকের ফোন পেয়ে। রাতে সে আর বাড়ি ফেরেনি। সকালে সংবাদ পাওয়া যায় উপজেলার ফরিদপুর গজারিয়া নামক মাঠের মেহগনি বাগানে মোটর সাইকেলসহ তার পুড়ে যাওয়া মরদেহ পড়ে রয়েছে। সংবাদ পেয়ে পুলিশ সুপার খন্দকার গোলাম মওলা, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আনিসুজ্জামান লালন, আলমডাঙ্গা থানা অফিসার ইনচার্জ মাসুদুর রহমান ও সেনাবাহিনী ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে।

তিনি মূল রহস্য উদঘাটনসহ ঘটনার সাথে জড়িতদের গ্রেফতারের জন্য দিক নির্দেশনা দেন। এসপির দিক নির্দেশনায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান,আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ মাসুদুর রহমানের নেতৃত্বে জেলা গোয়েন্দা শাখার একটি টিম গত ১৪ নভেম্বর ভোরে অভিযান পরিচালরা করেন। এ সময় পৌর এলাকার গোবিন্দপুর গ্রামের সাহাদ আলীর ছেলে সাগর আলী ও চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের পশ্চিমপাড়ার মৃত ইউসুফ আলী বিশ্বাসের ছেলে জহুরুল ইসলাকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ বকসিপুর গ্রামের লাল্টু আলীর ছেলে নাজমুল হক পাপ্পুকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

এ গ্রেফতারের ঘটনায় গত ১৫ নভেম্বর চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান প্রেস ব্রিফিং করেন। প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি উল্লেখ করেন আটককৃতদের ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদে আমামী সাগর হত্যার সাথে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করে হত্যার বর্ণনা প্রদান করে। এবং স্বেচ্ছায় বিজ্ঞ আদালতে দোষ স্বীকার করে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি প্রদান করে।

প্রেস ব্রিফিংয়ে আরও উল্লেখ করা হয় এ হত্যাকান্ডের আগে পৌর এলাকায় অবস্থিত সরকারি ফুড গোডাউনের মধ্যে হত্যার বিষয়ে ফুড গোডাউনের নৈশপ্রহরী জহুরুল ইসলামসহ কয়েকজন একাধিক বৈঠক করে বলে পুলিশের তদন্তে এ তথ্য উঠেছে । ঘটনার সাথে জড়িত আরও কয়েকজনকে গ্রেফতারের চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ।
গ্রেফতার কৃত তিন আসামীকে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়।

আলমডাঙ্গায় ১১ কেজি গাঁজাসহ বৃদ্ধা নারী আটক

আলমডাঙ্গা উপজেলার দুর্লভপুর গ্রামের একটি বাড়ি থেকে ১১ কেজি গাঁজাসহ এক বৃদ্ধা নারী মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে র্যাব-১২। উদ্ধার করা গাঁজার বর্তমান বাজারমূল্য প্রায় ৫ লাখ টাকা।

শনিবার বিকেলে র্যাব-১২ এক প্রেস রিলিজের মাধ্যমে বিষয়টি জানানো হয়। আটক ওই নারীর নাম ফজিলা খাতুন (৬০)।

প্রেস রিলিজ সূত্রে জানাযায়, শনিবার সকালে উপজেলার কুমারী ইউনিয়নের দুর্লভপুর গ্রামের আব্বাস আলীর বাড়িতে অভিযান চালায় র্যাব-১২ একটি দল। এসময় তার টিনের রান্না ঘরে তল্লাশি চালিয়ে ষ্টীলের বাক্সের মধ্য থেকে ১০ কেজি ৮০০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করে। এছাড়া দুর্লভপুর গ্রামের মৃত আব্দুল মজিদের স্ত্রী ফজিলা খাতুনকে আটক করা হয়।

অভিযানে অংশ নেন র্যাব-১২, সিপিসি-৩’র কোম্পানী কমান্ডার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আশরাফউল্লাহ পিপিএম ও স্কোয়াড কমান্ডার এএসপি মোঃ এনামুল হক।

আলমডাঙ্গায় জামায়াতের বাছাইকৃত কর্মীদের শিক্ষা বৈঠকে

আলমডাঙ্গায় জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে বাছাইকৃত কর্মীদের শিক্ষা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সকাল ৭ টায় দলীয় কার্যালয়ে এ শিক্ষা বৈঠকের আয়োজন করা হয়।

আলমডাঙ্গা উপজেলা অঞ্চলের বাছাইকৃত কর্মী শিক্ষা বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্যে রাখেন জেলা আমীর রুহুল আমীন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা আমির বলেন, ভালো মানুষ না হলে ভালো মুমিন হওয়া যায় না। ভালো মানুষ হতে হলে কথা ও কাজের মিল থাকতে হবে।

আমরা সমাজের মানুষের কাছে একজন দায়ী হিসেবে কাজ করি।

তিনি বলেন, আমরা এমন একটা দল করি যা হেরে গেলেও জিত বিজয়ী হলেও জিত এর মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জায়গাতেই লাভ। আমানত রক্ষার ব্যাপারে কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন কবি মতিউর রহমান মল্লিক লিখেছেন চলো চলো চলো মুজাহিদ পথ যে এখনো বাকি, ভোল ভোল ব্যাথা ভোল মুছে ফেল এই আখিঁ। সকল কথা কাজে আমানত রক্ষা করতে হবে। রুকন হয়ে জীবনকে পরিচ্ছন্ন জীবন-যাপন করতে হবে। আমরা রুকন হতে চাই একজনকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করার জন্য। জামায়াতে ইসলামী আপনার সকল কাজে অভিভাবকের ভূমিকা পালন করতে চাই। এছাড়াও তিনি আরো বলেন আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে বেশি ভালোবাসবো, কাউকে ভালোবাসবো আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য এবং কারো ভালোবাসা থেকে বিরত থাকব সেটাও আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য।

বাছাইকৃত কর্মীদের শিক্ষা বৈঠকে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার তারবিয়াত বিভাগের সেক্রেটারি জিয়াউল হকের এর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন জেলা নায়েবে আমীর মাওলানা আজিজুর রহমান। তিনি সূরা সফ এর উপর দারসূল কুরআন পেশ করছেন । তিনি বলেন আমাদের মনের ভিতরের সকল প্রকার সন্দেহ সংশয় দূর করে সঠিক বুঝ নিয়ে আল্লাহতাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কাজ করতে হবে। কাপুরুষদের জন্য ইকামাতে দ্বীন প্রতিষ্ঠার এই আন্দোলন নয়।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা কর্মপরিষদ সদস্য আলতাফ হোসাইন, আলমডাঙ্গা উপজেলা আমীর দারুস সালাম, গাংনী আসমানখালী থানা আমীর আব্বাস উদ্দিন, আলমডাঙ্গা পৌর আমির মাহের আলী।

এছাড়াও প্রোগ্রামে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেন উপজেলা সেক্রেটারি মুহা. মামুন রেজা, পৌর সেক্রেটারি মুসলিম উদ্দিন, তারবিয়াত সেক্রেটারী বিল্লাল হোসাইন, উপজেলা সহকারী সেক্রেটারি মোঃ শফিউল আলম বকুল উপজেলা, উপজেলা অফিস সম্পাদক রফিকুল ইসলাম, কালিদাসপুর ইউনিয়ন আমীর আশাদুল হক, ডাউকী ইউনিয়ন আমীর সজিবুর রহমান, উপজেলা প্রচার বিভাগের সভাপতি ও বেলগাছি ইউনিয়ন সভাপতি মোঃ আমান উদ্দিন, খাসকররা ইউনিয়ন সভাপতি হারুন অর রশিদসহ বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গায় যুবকের পুড়ে যাওয়া মরদেহ উদ্ধার, দুই যুবক আটক

আলমডাঙ্গায় আগুনে পোড়া সবুজ নামের এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার সকালে উপজেলার বেলগাছি ইউনিয়নের ফরিদপুর এলাকার গজারিয়া মাঠের একটি মেহগনি বাগান থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

খবর পেয়ে চুয়াডাঙ্গা জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ও সদর সার্কেল আনিসুজ্জামান লালন ও থানাপুলিশের পরিদর্শক (ওসি) মাসুদুর রহমান ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

হত্যাকান্ডে জড়িত সন্দেহে দুই যুবককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে পুলিশ।

নিহত সবুজ (২২) উপজেলার ডাউকি ইউনিয়নের বাদেমাজু গ্রামের গরু ব্যবসায়ী ও আওয়ামীলীগ নেতা জয়নাল আলীর ছেলে।

আটকৃত দুই যুবক পৌর এলাকার বন্ডবিল গ্রামের জিহাদ (২৫) ও বাদেমাজু গ্রামের সৈকত (২৭)। তারা দুজনেই নিহতের সাথে পুরাতন মোটরসাইকেল কেনাবেচা করতো।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, আজ বুধবার সকালে কৃষকেরা ধান ক্ষেতে কাজ করতে যায়। এসময় বেলগাছি ইউনিয়নের ফরিদপুর গ্রামের গজারিয়া মাঠের মেহগনি বাগানে আগুনের পোড়া একটি ডিসকভারি মোটরসাইকেল ও তাঁর নিচে এক যুবকের পোড়া মরদেহ দেখতে পায়। সে সময় তারা চিৎকার করলে পথচারীরা ছুটে এসে ও আলমডাঙ্গা থানা পুলিশকে খবর দেন। তার পরে পুলিশ এসে মরদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠায়।’

নিহতের বন্ধু মশিউর বলেন, গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে সে বাড়ি থেকে বের হয়। সন্ধ্যায় মুঠোফোনে কথা হলে সে মোটরসাইকেল বিক্রি করছে জানিয়ে ফোন কেটে দেয়। আবার রাত ৯ টায় সবুজের মুঠোফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলে ফোনটি বন্ধ পায়। রাতেই সবুজ বাড়িতে না ফিরলে তার চাচা খুঁজতে আমার বাড়িতে আসে। আজ সকালে ঘুম থেকে

উঠে জানতে পারি সবুজের পোড়া দেহের খোজঁ মিলেছে।

আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক (ওসি) মাসুদুর রহমান বলেন, ‘মরদেহের পুরোটা আগুনে পুড়ে গেছে তবে দুটি হাত ও দুটি পা অবশিষ্ট অবস্থায় ছিলো। নিহত সবুজের নিকট পুড়ে যাওয়া মোটরসাইকেলটি ও শরীরের গঠন দেখে পরিবার লাশ শনাক্ত করেছে।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ও সদর সার্কেল আনিসুজ্জামান লালন বলেন, ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয়েছে। এছাড়া সিআইডি ও পিবিআইয়ের সদস্যরাও ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।

আলমডাঙ্গায় সাবেক ইউপি চেয়ারম্যানসহ গ্রেপ্তার ৬

আলমডাঙ্গার খাদিমপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল হালিমসহ ৬ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার(৯ নভেম্বর) দিনগত রাতে তাদেরকে গ্রেফতার করে পরদিন আজ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

গ্রেফতারকৃত আসামীরা হলেন পাঁচকমলাপুর গ্রামের মৃত সৈয়দ আলী মন্ডলের ছেলে খাদিমপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাবেক সভাপতি ও সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল হালিম মন্ডল (৬৩), খাদিমপুর গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে আব্বাস আলী (২৪), একই গ্রামের আশাদুল ইসলামের ছেলে আনারুল ইসলাম আনন্দ(২৮), বেলগাছী গ্রামের জয়নাল মন্ডলের ছেলে কামাল হোসেন (৫৩), ওসমানপুর গ্রামের মৃত ফজলু হোসেনের ছেলে আসানুজ্জামান ঝন্টু (৪৫) ও ভোদুয়া গ্রামের মৃত তৈহির উদ্দিনের ছেলে ইছাহক আলী(৫০)।

ইতোপূর্বে লক্ষীপুর গ্রামের আবুল হোসেনের ছেলে মহাসীন আলী বাদী হয়ে ৯ নভেম্বর রাতে ৪২ জনের নাম উল্লেখসহ আরও ৫০/৬০ জন অজ্ঞাত ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন।

মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ২০২৩ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি

দুপুর সাড়ে ৩টায় বিএনপির কেন্দ্রীয় ঘোষিত ইউনিয়ন পদযাত্রার কর্মসুচি থাকায় মহাসিন আলীসহ ৩০/৪০ জন বিএনপি নেতাকর্মি পদযাত্রায় অংশ গ্রহণের জন্য যাচ্ছিলেন। খাদিমপুর ইউনিয়নের পাঁচকমলাপুর গ্রামের হায়দার মোড়ে পৌঁছালে আওয়ামীলীগের উশৃংখল নেতা-কর্মিরা দেশীয় অস্ত্র নিয়ে পরিকল্পিতভাবে বিএনপি নেতাকর্মীদের উপর হামলা, মারপিট করে ও ককটেল বিষ্ফোরণ ঘটায়। ৫ টি মোটরসাইকেল কেড়ে নেওয়া হয়।

আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ মাসুদুর রহমান জানান, গত বছর কেন্দ্র ঘোষিত পদযাত্রায় অংশ নিতে যাওয়ার সময় বিএনপি নেতাকর্মীদের উপর হামলা মামলায় তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় মাঠ দিবস ও কারিগরি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

আলমডাঙ্গা উপজেলার ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তেলজাতীয় ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্পের আওতায় মাঠ দিবস ও কারিগরি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রোববার বিকেল ৪ টার দিকে উপজেলার বকসিপুর-মাজু গ্রামের মাঠে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে মাঠ দিবস ও কারিগরি আলোচনার কর্মসূচি পালন করা হয়।

মাঠ দিবস ও কারিগরি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলার ডিডি, ডিএই, কৃষিবিদ মো: মাসুদুর রহমান সরকার।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে কৃষিবিদ মাসুদুর রহমান সরকার বলেন, সরিষা তেলজাতীয় ফসল। এই ফসলের মাধ্যমে তিনটি উপাদান পাওয়া যায়। সেগুলো হলো তেল, মধু ও জ্বালানি কাঠ পাওয়া যায়। সরিষা চাষে যেমন শারীরিক উপকারে আসে তেমনি আর্থিকভাবেও স্বাবলম্বী করে তোলে। আপনাদের এলাকায় সরিষা চাষে ব্যাপক সাড়া পাওয়াই এঅঞ্চলে মৌসুমে হলুদ ফুলে ছেয়ে যায়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ

রেহানা পারভিন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন- যশোর আঞ্চলিক তেলজাতীয় ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্পের মনিটরিং অফিসার কৃষিবিদ এ,এইচ,এম জাহাঙ্গীর আলম, উপসহকারী কৃষি আবু জাফর ওবাইদুল্লাহ, উপসহকারী কৃষি অফিসার হুমায়ন কবির, রফিকুল ইসলাম, মতিয়ার রহমান, পাপিয়া খাতুন, শারমিন আক্তার, সেলিনুর রহমান। এছাড়া আলোচনা সভার আগে কৃষকদের মাঝে সরিষা ও ভুট্রা উৎপাদনে বৃদ্ধির লক্ষ্যে লিফলেট বিতরণ করা হয়।

আলমডাঙ্গায় ওয়ার্ড বিএনপির মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

আলমডাঙ্গা পৌরসভার ৮ নং ওয়ার্ড বিএনপির মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠানে হয়েছে। আজ শুক্রবার (০৮ নভেম্বর) রাত ৮ টার দিকে ৮নং ওয়ার্ডের নওদাবন্ডবিলে এ মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।

মতবিনিময় সভায় ৮নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি আলিম উদ্দিনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা পৌর বিএনপির যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক আসিফ আল-নূর তানিম।

এ সময় তিনি বলেন, আমরা আজকে যেভাবে একত্রিত হয়ে মত বিনিময় সভা করছি, সে ভাবে আমাদের একসাথে বসার কোন সুযোগ ছিলো না, আজকে স্বৈরাচার হাসিনার পতনের পর যেভাবে পালিয়ে গিয়েছে, তাকে পালিয়ে যেতে দেওয়া ঠিক হয়নি। হাসিনা পালিয়ে গেলেও তার দোসররা আমাদের আশে পাশে আছে। তারা যেনো আমাদের উপরে খবরদারি করতে না পারে সেদিকে সবাইকে সজাগ থাকতে হবে। তিনি বলেন,আমাদের সবাইকে শরিফুজ্জামান শরিফ ভাইয়ের হাতকে শক্তিশালী করতে হবে।

আলমডাংগা পৌর ছাত্রদলের আহবায়ক আতিক হাসনাত রিংকুর সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন আলমডাংগা উপজেলা ছাত্রদলের আহবায়ক জাহিদ হাসান শুভ, উপজেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব আল ইমরান রাসেল পৌর বিএনপি সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোঃ সেকেন্দার আলী, ৮নং ওয়ার্ড সাধারণ

সম্পাদক আমিনুল ইসলাম নান্নু সিনিয়র সহ-সভাপতি হায়দার আলী, সহ-সভাপতি আব্দুর রশিদ সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ আজম আলী, পৌর যুবদলের যুগ্ন আহবায়ক হাফিজুর ইসলাম, ৮ নং ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি উজ্জল যুগ্ন সম্পাদক আব্দুল মিয়া, ৬ নং ওয়ার্ড বিএনপির সহ সভাপতি আকুল আলী, পৌর যুবদলের যুগ্ন আহবায়ক হাফিজুর রহমান, লিলি, আলমডাঙ্গা ছাত্রদলের যুগ্ন আহবায়ক ওয়াহিদুজ্জামান শুভ ৮নং ওয়ার্ড ছাত্রদলের প্রচার সম্পাদক কাজল রহমান এ ছাড়াও আলমডাঙ্গা ০৮নং ওয়ার্ড বিএনপির নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গায় বোরো মৌমুমে উৎপাদন খরচ বেড়েছে ধানে, আবাদ বাড়ছে ভুট্টা-সরিষার

আলমডাঙ্গা উপজেলায় বোরো মৌসুমে ধানের পরিবর্তে ভুট্টা ও সরিষা আবাদে ঝুঁকছেন কৃষকেরা। কম খরচে অধিক ফলন ও সরকারি প্রণোদনার বীজ ও কীটনাশক সার পাওয়ায় গত বছরের তুলনায় এবছর ভুট্টা ১’শত ১০ হেক্টর ও সরিষা ৩’শত ৩০ হেক্টর জমিতে আবাদ বেড়েছে। পাশাপাশি কিছুটা বেড়েছে আলু ও গম চাষ।

কৃষক ও কৃষি কর্মকর্তারা বলছেন, বর্তমানে ধানের দাম কম এবং সেচ, সার ও কীটনাশকে খরচ বেশি হওয়ায় বোরো ধানের আবাদে তেমন একটা লাভ হয় না। অন্যদিকে কম খরচে ভুট্টা চাষে লাভ বেশি হওয়ায় কৃষকেরা বোরোর আবাদ কমিয়ে দিচ্ছেন। এছাড়াও আলু ও গম চাষেও ঝুঁকছে কৃষকেরা।

উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, উপজেলায় মোট আবাদি জমির পরিমাণ ২৯ হাজার ২৭৫ হেক্টর। গত ২০২২-২৩ মৌসুমে ১৩ হাজার ৬৪৫ হেক্টর জমিতে ভুট্টার আবাদ করা হয়। এছাড়া সরিষা ২ হাজার ১৫০ হেক্টর, আলু ১’শত ৪৮ হেক্টর, গম ৩’শত ৬০ হেক্টর। (রোপা আমন) এছাড়া ধান চাষ করা হয়েছিল ১৬ হাজার ৫২৪ হেক্টর জমিতে।

এক বছরের ব্যবধানে ভুট্রা ও সরিষা চাষ বেড়েছে ৪ শত ৪০ হেক্টর জমিতে। চলতি ২০২৪-২৫ মৌসুমে ভুট্রা চাষ হচ্ছে ১৩ হাজার ৭৫৫ হেক্টর জমিতে। এছাড়া সরিষা ২ হাজার ৪৮০ হেক্টর, আলু ২ শত ৬৩ হেক্টর, গম ৩ শত ৯৯ হেক্টর। এদিকে গত মৌসুমের তুলনায় এবছর ১৬ হাজার ৫৩৫ হেক্টর জমিতে আমন ধান চাষ হয়েছে।

আলমডাঙ্গা উপজেলার গাংনী ইউনিয়নের সাহেবপুর গ্রামের কৃষক আবদুল জব্বার বলেন, গত বছর তিনি এক বিঘা জমিতে ভুট্টা এবং দুই বিঘায় বোরো আবাদ করেছিলেন। তবে এবার তিনি তিন বিঘায় ভুট্টার আবাদ করেছেন এবং তিনি আরও ১২ শতক জমি লিজ নিয়েছেন, ওই জমিতে বোরো ধান আবাদ করবেন।

প্রান্তিক কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বোরো আবাদে খরচ বেশি হলেও ধানের দাম কম। এক বিঘা জমিতে ১৬ থেকে ২০ মণ ধান হয়। প্রতি মণ ধানের দাম ১১০০ থেকে ১২০০ টাকা। আর এক বিঘা জমিতে ভুট্টা হয় ৩০ থেকে ৩৫ মণ। প্রতি মণ ভুট্টার দাম ১২০০ থেকে ১৩০০ টাকা। ভুট্টায় সেচ খরচও কম। এক মণ ধানে উৎপাদন ব্যয় প্রায় ৮০০ টাকা এবং ভুট্টায় প্রায় সাড়ে ৬০০ টাকা। উৎপাদন ব্যয় কম এবং লাভ বেশি হওয়ায় তাঁরা ভুট্টা চাষে ঝুঁকছেন।

আলমডাঙ্গা উপজেলা জেলা কৃষি কর্মকর্তা রেহানা পারভিন বলেন,‘ কীটনাশক সার ও বীজের পাশাপাশি বোরো চাষের খরচ বেড়ে যাওয়ায় কৃষকের ভুট্টাসহ অন্যান্য ফসল চাষে আগ্রহী হচ্ছেন। তবে আমন আবাদ স্থিতি রয়েছে। এ কারণে ধান উৎপাদনে তেমন কোনো নেতিবাচক প্রভাব পড়বে না। তিনি আরও বলেন, প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে সরকারি প্রণোদনা সার বীজ বিতরণ করা হচ্ছে। মাঠ পর্যায়ে সকল কৃষি কর্মকর্তারা কৃষকদের পরামর্শ দিয়ে আসছেন।